সমকাল

তারিখ ... 29 AUG 2015 ..
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ......

পাঠ্যবই ছাপায় সংকট

সাব্বির নেওয়াজ

আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী) বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপার মান ধরে রাখতে বিশ্বব্যাংক সরকারকে বেশকিছু শর্ত দিয়েছে। এ শর্ত নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছেন দেশীয় মুদ্রণশিল্প (প্রেস) মালিকরা। এতেই সমস্যা হয়েছে পাঠ্যবই ছাপা নিয়ে। দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কার্যাদেশ দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে বিশ্বব্যাংকের জুড়ে দেওয়া নতুন এসব শর্ত নিয়ে প্রেস মালিকদের আপত্তির মুখে কার্যাদেশ দিতে পারছে না জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক স্তরের সাড়ে ১১ কোটি পাঠ্যবই ছাপানো হচ্ছে। তবে মুদ্রণকারীরা ছাপার কাজ না নেওয়ায় বড় ধরনের অনিশ্চয়তায় পড়েছে পুরো প্রক্রিয়া। মুদ্রণকারীরা এখন বলছেন, প্রাথমিক স্তরের জটিলতা না কাটলে তারা মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী) পাঠ্যবইও ছাপবেন না। এ কারণে প্রাথমিকের সাড়ে ১১ কোটি বইয়ের পর এবার মাধ্যমিকের প্রায় ২২ কোটি বই নিয়েও তৈরি হয়েছে নতুন শঙ্কা।

- বিশ্বব্যাংকের নতুন ৫ শর্তে মুদ্রণকারীদের আপত্তি
- মাধ্যমিকের বই ছাপাও অনিশ্চিত
- প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চায় এনসিটিবি

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এনসিটিবির অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে 'শ্যাম রাখি না, কুল রাখি'র মতো। এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ড. রতন সিদ্দিকী সমকালকে বলেন, বিশ্বব্যাংক তাদের শর্ত থেকে এক চুল নড়বে না। অন্যদিকে, মুদ্রণকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেও লাভ হয়নি, তারাও নিজ অবস্থানে অনড়। তিনি বলেন, সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপতে বিশ্বব্যাংক দেবে মাত্র ২০ কোটি টাকা। এ টাকা সরকারও দিতে সক্ষম। তবে সরকারের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে, পাঠ্যবই থেকে তাদের অনুদান প্রত্যাহার করে নিলে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল খাত থেকেই তারা অনুদান প্রত্যাহার করে নেবে।

বাংলাদেশ মুদ্রণশিল্প সমিতির নেতারা বলছেন, বিশ্বব্যাংক নতুন করে যেসব শর্ত দিয়েছে, তা প্রত্যাহার করা না হলে মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপার কাজও তারা করবেন না। মুদ্রণকারীরা এ উদ্যোগ নিলে বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়ার সরকারের উদ্যোগ এ বছর হুমকির মুখে পড়বে। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে কয়েক দফা বৈঠক হলেও সমাধানে পৌছানো যায়নি।

এনসিটিবি-সংশ্লিষ্টরা জানান, এবার প্রাথমিকের সাড়ে ১১ কোটি পাঠ্যবই নিয়ে শুরু থেকেই নানা জটিলতা তৈরি হয়। একের পর এক সমস্যার সমাধান করে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এরপর কার্যাদেশ দেওয়ার আগ মুহূর্তে এসে মানসম্পন্ন বই ছাপার স্বার্থে বিশ্বব্যাংক বেশকিছু শর্ত জুড়ে দেয়। এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে প্রেস মালিকদের জামানত ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ, কাগজ কেনার পর বিশ্বব্যাংকের টেকনিক্যাল শাখা কর্তৃক কাগজের মান মূল্যায়ন, ফর্মা পরিদর্শন, বই ছাপা হওয়ার পর উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করার সময় তা এনে মান যাচাই করে তারপর বিল পরিশোধ ইত্যাদি। বই ছাপানোর পর বিশ্বব্যাংকের টেকনিক্যাল টিমের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিল দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। প্রকাশকরা বলছেন, কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে তারা প্রেস ও কর্মচারী নিয়ে বসে থাকেন প্রতি বছর পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

পাঠ্যবই ছাপায় সংকট

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ছাপার জন্য। বই ছাপার পর বিশ্বব্যাংকের কারিগরি টিম যদি বলে ছাপার মান ভালো হয়নি, বিল দেওয়া যাবে না, তাহলে ইতিমধ্যে ব্যয় হয়ে যাওয়া অর্থ তারা কোথায় পাবেন? জানা গেছে, এনসিটিবি নানাভাবে এ দুটি পক্ষের মধ্যে সমঝোতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে দু'পক্ষই অনড় মনোভাব গ্রহণ করেছে। গত বুধবার থেকে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার কার্যাদেশ দেওয়ার কথা ছিল। তবে বিশ্বব্যাংকের নতুন ৫টি শর্তের কারণে বুধবার এনসিটিবি কার্যালয় থেকে হাতে হাতে কার্যাদেশ গ্রহণ করেননি মুদ্রাকররা। এ পর্যায়ে বুধবার এই কার্যাদেশ ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয় এনসিটিবি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তা পাননি বলে জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রেস মালিক।

মুদ্রণশিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত সমকালকে বলেন, 'আমাদের শর্ত দিয়ে কার্যাদেশ দেওয়ার চেষ্টা করছে এনসিটিবি। আমরা নিইনি। এখন শুনলাম তারা ডাকযোগে কার্যাদেশ পাঠাবে। এখন পর্যন্ত কেউ তা পায়নি। পেলে আইনের আশ্রয় নেব।' তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংক সরকারের সফল একটি প্রজেক্টকে বিতর্কিত করতে এখানে অনধিকার চর্চা করছে। মুদ্রণকারীদের বক্তব্য, মাধ্যমিকের ২২ কোটি বই ছাপার কাজ তারা সফলভাবে করতে পারলে প্রাথমিকে সাড়ে ১১ কোটির কাজ কেন পারবেন না? তিনি বলেন, প্রাথমিকের বই ছাপার কাজ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের অবাস্তব শর্ত বাতিল না করলে মাধ্যমিকের কাজও তারা করবেন না।

এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সরকারের পক্ষ থেকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির সবাই প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র পাল সমকালকে বলেন, 'তারা তাদের সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। দুই পক্ষই একটু করে ছাড় দিলে বিষয়টিতে একটি সমাধানে পৌছানো যাবে। তবে কোনো পক্ষই ছাড় দিতে চাচ্ছে না।' মাধ্যমিকের বইও না ছাপার হুমকি দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটি তারা করতেই পারেন। তবে এতে কার লাভ হবে? শিক্ষার্থীরা বই না পেয়ে বিপদে পড়বে।'

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে না পারলে বছরের প্রথম দিন নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বই পৌছানো সম্ভব হবে না। গত কয়েক বছর ১ জানুয়ারি সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই তুলে দিয়ে 'বই উৎসব' পালন করে সরকার।